প্রথম আলো

তারিখ 11 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ নেই হয় না ক্লাস

রাজশাহীর চার সরকারি কলেজ

ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের সংকটের কারণে রাজশাহীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত চারটি সরকারি কলেজেই স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্লাস ঠিকমতো হয় না। তিনটি কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কোনো শ্রেণিকক্ষই নেই। রাজশাহী কলেজে শ্রেণিকক্ষের সংকট আংশিক হলেও আরও অন্তত ১০০ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলে ঠিকমতো ক্লাস নেওয়া সম্ভব বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছে।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ এবং তাঁদের গুণগত মান আশানুরূপ নয়।

ইউজিসির প্রতিবেদন নিয়ে রাজশাহীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা বলছেন, ইউজিসি শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। কিন্তু তাঁদের শিক্ষক নেই, শ্রেণিকক্ষ নেই, ক্লাস হয় না—এসব সমস্যা প্রতিবেদনে উঠে আসেনি। এই সংকট সমাধানেরও কোনো সুপারিশ করা হয়নি।

রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজে ১৪টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হয়। এর মধ্যে ১২টি বিভাগেরই কোনো কার্যালয় নেই। শ্রেণিকক্ষ ভেঙে কার্যালয় বানানোর কারণে এখন আর শ্রেণিকক্ষ অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র ১৯টি। অথচ শুধু স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্যই প্রতিদিন অন্তত ৩০টি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন। উচ্চমাধ্যমিকের জন্য আরও ১৬টি শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন।

এর বাইরেও স্নাতকের (পাস কোর্স) রয়েছেন প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী। সব মিলিয়ে স্নাতক (সম্মান) ও পাস কোর্সের শিক্ষার্থীদের ক্লাস করার কোনো জায়গা থাকে না। এরই মধ্যে বছরের নয় মাস ধরে এই শ্রেণিকক্ষগুলো বিভিন্ন পরীক্ষার ভেন্যু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একই সঙ্গে শিক্ষকেরাও এসব পরীক্ষার কক্ষগুলোতে পরিদর্শকের দায়িত্বে থাকেন।

অধিকন্তু স্নাতক (সম্মান) চালু থাকার কারণে এই কলেজে প্রতিটি বিষয়ে সাতজন করে শিক্ষক থাকার কথা। সেখানে রয়েছেন চারজন করে। কিছু বিষয়ে আবার চারজনও নেই।

এই জটিলতার মধ্যে পড়ে স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূলত কোনো ক্লাস করার সুযোগই থাকে না। শিক্ষার্থী শুধু ভর্তি হন। ফরম পূরণ করেন আর পরীক্ষা দেন।

সিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শেখ সানাউল্লাহ বলেন, তাঁদের অন্তত ৪০টি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন। কলেজের জায়গা নেই। এখন এই সমস্যার সমাধান করতে হলে উত্তর-পশ্চিম পাশের ভবন ভেঙে বহুতল করতে হবে। আর শিক্ষকের জন্য বারবার আবেদন করছেন।

একই ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজে ১৫টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হয়। তাদেরও রয়েছে একই রকম শিক্ষক ও শ্রেণিকসংকট। রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজে আটটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হয়। তাদের ১৯টি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। তাদেরও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে প্রতি বর্ষে ১ হাজার ২০০ করে শিক্ষার্থী রয়েছে। পাস কোর্সও রয়েছে। শিক্ষকসংকট একই রকম রয়েছে।

এই কলেজের বাংলা বিভাগ থেকে চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছেন—এমন একজন শিক্ষার্থী বলেন, জায়গা পেলে ক্লাস হয়, না হলে হয় না। তাঁদের 'নাটক ও প্রহসন' পার্টে একটিও ক্লাস হয়নি। কোনো ক্লাস না করে নিজেরা যা বুঝেছেন তা থেকেই পরীক্ষা দিয়েছেন। অথচ এই সমস্যাগুলো ইউজিসির প্রতিবেদনে উঠে আসেনি। উল্টো শিক্ষার্থী বেতন বাড়ানোর সুপারিশ করায় তাঁরা হতাশ হয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ আবুল হায়াত বলেন, কার্যালয়ের বেঞ্চ দিয়ে তাঁরা কোনোভাবে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ক্লাস নিয়ে থাকেন। তাঁদের একটি একাডেমিক ভবন খুবই প্রয়োজন।

রাজশাহী কলেজে ২২টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হয়। ২৪টি বিষয়ে মাস্টার্স পড়ানো হয়। স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ১৮ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন। মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বেশি।

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হবিবুর রহমান বলেন, শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। তবে অন্য কলেজের চেয়ে তাঁদের অবস্থা একটু ভালো। তাঁদেরও শিক্ষকসংকট রয়েছে। আরও অন্তত ১০০ শিক্ষক পেলে ঠিকমতো ক্লাস নিতে পারবেন।